৩০/৮/২০০৮

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৬....

অচল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সচল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দেশে একটি অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের যখন প্রস্তুতি চলছে তখন দেশের বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নেমে এসেছে সীমাহীন নৈরাজ্য। আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ আর ধর্মঘটের নামে দেশের শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অচল হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে ধর্মঘট। এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়ার চিন্তাভাবনা করছেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লাস পরীক্ষাসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়েছে। ছাত্রছাত্রীরা আবার সেশনজটের অভিশাপ কবলিত হয়ে পড়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। নির্বাচনের প্রাক্কালে যদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এমন অভিশাপ নেমে আসে তাহলে এদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে সত্যিই শঙ্কিত হতে হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচনের সাথে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের কি এমন বৈরিতা আছে তা আমাদের কাছে মোটেও বোধগম্য নয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচনের উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করবে, রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে, পক্ষান্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলবে তার নিজস্ব নিয়মে- এটাই ছিল প্রত্যাশিত; কিন্তু আমরা বাস্তবে তেমনটা দেখছি না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পরই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লেজুড় ছাত্র সংগঠনগুলো আধিপত্য বিস্তারের নেশায় মেতে ওঠে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দখলে নেয়ার ঘৃণ্য মানসিকতাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় সংঘর্ষ। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য ডাকা হয় ধর্মঘট। ছাত্র সংগঠনগুলোর অন্যায় আবদার ও দায়িত্বহীন আচরণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে জিম্মি করে ফেলেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও কার্যকর ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সততা, আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার সাথে ভূমিকা পালন করতে পারলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট অচলাবস্থা নিরসন করা অসম্ভব নয় বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংকট নিরসনে কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে চলেছেন। অনেক ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নিজেরাই দ্বিধাগ্রস্ত এবং বিভক্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে সিন্ডিকেট সদস্যসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে বর্তমানে স্পষ্ট মতভেদ বিদ্যমান বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। একদল চাইছে বিশ্ববিদ্যালয় পুরোপুরি বন্ধ না করে কেবলমাত্র ক্লাস বন্ধ রেখে বর্তমান পরিস্থিতিকে 'কুলডাউন' করার চেষ্টা করতে। অন্য অংশ বিশ্ববিদ্যালয় ও হল কিছু দিনের জন্য বন্ধ রেখে পরবর্তী সময়ে ব্যাপক তল্লাশির মাধ্যমে বৈধ ছাত্রদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে হলে তোলার ব্যবস্থা করার পক্ষে মত প্রকাশ করছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ৪৫ দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থেকেছে ৩০ দিন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি প্রায় ৩শ'টি। ছাত্রদলের বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এখন অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট চলছে। ছাত্রদলের নেতারা নির্বাচন পর্যন্ত এই ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার সর্বনাশা অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে। ছাত্রদল নেতৃবৃন্দের এই ঘোষণা মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়। অচল করে দেয়া বা বন্ধ করে দেয়ার মতো নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। এতে করে আখেরে কারোরই কোন কল্যাণ হয় না।

আমরা চাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দ্রুত শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসুক। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আলাপ- আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করুক। এক্ষেত্রে ছাত্র নেতৃবৃন্দকেই উদার এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সংশ্লিষ্ট সকল ছাত্র সংগঠনকেই ছাড় দেয়ার মানসিকতা লালন করতে হবে। সকল বৈধ ছাত্র যেন হলে থাকতে পারে এজন্য কর্তৃপক্ষকেও পক্ষপাতহীন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ছাত্র সংগঠনগুলোকে আলোচনার টেবিলে বসানো, সংকট নিরসনে সকল পক্ষকে উদ্বুদ্ধ করা, প্রয়োজনে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করাও কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ঠেলে দেয়ার অধিকার কারোরই নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন অত্যন্ত আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার, রাষ্ট্রপতি, রাজনৈতিক দলসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি